বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

"গঠনতন্ত্র"

শিক্ষক পরিষদ

সরকারি শামসুর রহমান ডিগ্রী কলেজ

গোসাইরহাট, শরীয়তপুর।

মুখবন্ধ ঃ

শরীয়তপুর জেলার অন্তর্গত গোসাইরহাট উপজেলা। পদ্মা-মেঘনার অববাহিকায় নদীবিধৌত আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপার লীলাভূমি এই জনপদ। এ জনপদের পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করার মহৎ প্রয়াষে এগিয়ে আসেন এলাকার কতিপয় শিক্ষাদরদী মানব সন্তান। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ সালের ১ জুলাই গোসাইরহাট উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে আত্মপ্রকাশ করে 'ইদিলপুর মহাবিদ্যালয়'। প্রতিষ্ঠালাভের পরপরই প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়ে, আর্থিক ক্ষেত্রে দেখা দেয় মারাত্মক সংকট। প্রতিষ্ঠানটির এই সংকটাবস্থা থেকে উত্তরণে ত্রানকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন অত্র এলাকার ঐতিহ্যবাহী হাটুরিয়া মিয়াবাড়ির কৃতিসন্তান, মানব দরদী, বিদ্যোৎসাহী, দানবীর ও বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব শামসুর রহমান (শাহ্জাদা মিয়া)। সরকারি বিধি অনুযায়ী তিনি ১৯৯৩ সালে এককালীন ১৫,০০,০০০ (পনের লক্ষ) টাকা কলেজ কোষাগারে জমা দেন। স্বীকৃতি লাভ করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে। তাঁরই নামানুসারে কলেজের নতুন নামকরণ করা হয় 'শামসুর রহমান কলেজ'। বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্ব শামসুর রহমান (শাহ্জাদা মিয়া) কোটি কোটি টাকা খরচ করে কলেজের জন্য জমি ক্রয় ও বহুতল ভবন নির্মাণ করেন। কলেজটি সকল দিক দিয়েই একটি মডেল কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ৮টি বিষয়ে অনার্স সহ ৪টি বিষয়ে নিয়মিত ও প্রাইভেট মাষ্টার্স ও প্রিলিমিনারী কোর্স চালু আছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদৃষ্টি এবং সদয় হস্তক্ষেপে ২০১৮ সালের ০৮ আগষ্ট তারিখে কলেজটি সরকারিকরণ করা হলে "সরকারি শামসুর রহমান ডিগ্রি কলেজ" হিসেবে কলেজটির নামকন হয়।

প্রস্তাবনা ঃ

শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত সরকারি শামসুর রহমান ডিগ্রি কলেজ এর কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ কলেজে শিক্ষার মনোন্নয়ন, পেশাগত দায়িত্বপালন, কলেজের ভাবমূর্তি সমুন্নত ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা এবং খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চাসহ অন্যান্য পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম, কলেজের সর্ববিধ উন্নয়ন ও কলেজ পরিচালনার কাজে কলেজ প্রশাসনকে সার্বিক সহযোগিতা দানসহ কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের পেশাগত সুযোগ-সুবিধা, আত্মবিকাশ ও আত্মমর্যদা রক্ষা এবং আত্মবিকাশে সকল শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে সৌহার্দভাব বজায় রাখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি বিধিবদ্ধ সীমানার মধ্যে থেকে যথাযথ ভূমিকা পালন করার নিমিত্তে কলেজে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত একটি কার্যকর সংগঠন থাকা আবশ্যক মনে করে অধ্যক্ষ জনাব মোঃ ফজলুল হক পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটি নিম্নে বর্ণিত অনুচ্ছেদ সম্ভলিত শিক্ষক পরিষদের একটি গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করেন।

"প্রথম ভাগ"

নামকরণ ও কার্যালয়

১. এই পরিষদের নাম হবে:
"শিক্ষক পরিষদ" সরকারি শামসুর রহমান ডিগ্রি কলেজ,
ইংরেজিতে-
`Teachers Council, Govt. Shamsur Rahman Degree College

২. পরিষদের কার্যালয় অবশ্যই কলেজের মূল ক্যাম্পাসে থাকবে।

৩. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ক) পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার পরিসর বৃদ্ধি।
খ) প্রশাসনিক কার্যক্রমে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে সার্বিক সহযোগিতা দান
গ) পারস্পারিক সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ব বোধ বজায় রাখা
ঘ) মানসিক বিকাশ সাধনের জন্য চিত্ত-বিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি, ও
ঙ) সরকারি দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যতদূর সম্ভব অধিকতর সামাজিক দায়িত্ব পালন করা

৩.১ উপর্যুক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য পরষিদ:-

ক) কলেজ প্রশাসনকে প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার যে কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দান করবেন।

খ) শিক্ষকবৃন্দের অবকাশযাপন, চিত্ত-বিনোদনমূলক কার্যক্রম, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি নিয়মিতভাবে আয়োজন করবে।

গ) নতুন শিক্ষক/শিক্ষকাবৃন্দের আগমন, বদলী, অবসর বা অন্য যে কোন বিধিসম্মত কারণে শিক্ষক/শিক্ষকবৃন্দের বিদায় উপলক্ষে কলেজ প্রশাসন নির্দেশিত সুবিধাজনক সময়ে সংবর্ধনা/বিদায় সংবর্ধনার (যা প্রযোজ্য) আয়োজন করবে।

ঘ) বার্ষিক ভোজসভা, পিকনিক, ইফতার পার্টি, ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্ঠান, শিক্ষাসফর ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে।

ঙ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করবে এবং বিধিসম্মত সীমানার মধ্যে থেকে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

চ) প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিক, সংস্কৃতিসেবী এবং জাতীয় পর্যায়ে স্বনামধন্য গুণীজনদের সম্মাননা জানানোর আয়োজন করবে।

"দ্বিতীয় ভাগ"

পরিষদের সদস্যপদ ও ভোটার

৪. সরকারি শামসুর রহমান ডিগ্রি কলেজে কর্মরত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, প্রদর্শক শিক্ষক, শরীরচর্চা শিক্ষক, লাইব্রেরীয়ান এবং সহকারী লাইব্রেরীয়ান শিক্ষক পরিষদের সদস্য রূপে বিবেচিত হবেন।

৪.১ উপযুক্ত কর্মকর্তা ও শিক্ষকবৃন্দ, যাঁরা বদলী, অবসর, বা অন্য কোন কারণে তাঁর পদ থেকে অবমুক্ত হয়েছেন, অবমুক্তির সাথে সাথে তাঁদের সদস্যপদ অবলুপ্ত হবে।

৪.২ পরিষদের নির্বাচনে ভোটার হওয়ার জন্য পরিষদের চলতি বছরের যাবতীয় পাওনা অবশ্যই ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

"তৃতীয় ভাগ"

কার্যনির্বাহী পরিষদ, গঠন ও কার্যাবলী

৫. "শিক্ষক পরিষদ" সরকারি শামসুর রহমান ডিগ্রি কলেজ-এর একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ থাকবে। গঠনতন্ত্রে বর্ণিত বিধি অনুযায়ী শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে যারা ভোটার তাঁরা গোপন ব্যালটে কার্যনির্বাহী সংসদের কর্মকর্তা নির্বাচিত করবেন।

৫.১ নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে:-

ক) সভাপতি (চতুর্থভাগের ৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী)

খ) সহ-সভাপতি (চতুর্থভাগের ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী)

গ) সাধারণ সম্পাদক

ঘ) যুগ্ম সম্পাদক

ঙ) অর্থ সম্পাদক

৫.২ সাধারণভাবে কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে ০১ (এক) বছর এবং সময়কাল হবে ০১ জানুয়ারী থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর।

৫.৩ নির্বাচিত নতুন কর্মকর্তাগণের খ্রীষ্টীয় বছরের প্রথম মাসের প্রথম কার্যদিবসে পরিষদ কর্তৃক অভিষিক্ত হবেন।

ক) নতুন কর্মকর্তাগণের অভিষেক অনুষ্ঠানের পর অনধিক ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদের বিদায়ী কর্মকর্তাগণ তাঁদের দায়িত্ব পালন সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব, পরিষদের আওতাধীন সম্পত্তি (প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সহকারে যা কিছু আছে) নতুন কর্মকর্তাগণের নিকট অর্পণ করবেন।

খ) বিদায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ বিশেষ পরিস্থিতিতে দায়িত্বভার অর্পণ করতে অপরাগ হলেও নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাগণ ০১ জানুয়ারী থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন।

"চতুর্থ ভাগ"

সভাপতি: ক্ষমতা ও কার্যাবলী

সভাপতি: ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৬. অধ্যক্ষ পদাধিকার বলে পরিষদের সভাপতি থাকবেন এবং পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। অধ্যক্ষ মহোদয়ের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পরিষদের সভাপতির পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন ও দায়-দায়িত্ব পালন করবেন।

৬.১ পরিষদের কোন আনুষ্ঠানিক সভা সভাপতির পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে অনুষ্ঠিত হবে না।

৬.২ সরকারি চাকুরি বিধি পরিপন্থী কিংবা কলেজের স্বার্থ পরিপন্থী যে কোন সিদ্ধান্তে অধ্যক্ষের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে।

৬.২ ক) পরিষদের সভায় কোন আপত্তিকর বক্তব্য পেশকালে সভাপতি বক্তাকে সংযত কিংবা বিরত করতে পারবেন।

৬.৩ সভাপতি পরিষদের গঠনতন্ত্রের অভিভাবকরূপে বিবেচিত হবেন।

৬.৩ ক) গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা একমাত্র সভাপতিই দিতে পারবেন এবং এক্ষেত্রে সভাপতির ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

সহ-সভাপতি: ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৭. কলেজের উপাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে পরিষদের সহ-সভাপতি হবেন। উপাধ্যক্ষের অবর্তমানে জ্যেষ্ঠতম সহযোগী অধ্যাপক সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

সম্পাদক: ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৮. ক) সাধারন সম্পাদক শিক্ষক পরিষদের অন্যতম নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) তিনি সভা পরিচালনা করবেন এবং সভার কার্যবিবরনী রেকর্ড করবেন। পরবর্তী সভায় পূববর্তী সভার গৃহীত প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তসমূহ সদস্যদের পড়ে শোনাবেন।

গ) তিনি শিক্ষক পরিষদের স্বার্থে জড়িত সম্পদ এবং সম্পদের দলিল পত্র (যদি থাকে) নিজ দায়িত্বে সংরক্ষণ করবেন।

ঘ) তিনি পরিষদের আয় ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করবেন।

ঙ) তিনি বার্ষিক প্রীতিভোজ, বনভোজন, ঈদ পূর্ণমিলনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। শিক্ষক মিলনায়তনে খেলাধূলার সরঞ্জামাদি, পত্রপত্রিকা ইত্যাদি সংগ্রহ ও সরবরাহ করা তার দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত হবে।

চ) শিক্ষক পরিষদের সদস্যদের স্বার্থ ও দাবি দাওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ছ) শিক্ষক পরিষদের সদস্যবৃন্দের সম্মান ও মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকবেন।

জ) বার্ষিক সাধারণ সভায় বার্ষিক প্রতিবেদন (আর্থিক ও অন্যান্য) পেশ করবেন।

ঝ) অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের আগমন ও বিদায় এবং শিক্ষক পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের আগমন, বিদায় ও পি.আর.এল উপলক্ষে বরণ ও বিদায় অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

ঞ) তিনি শিক্ষক পরিষদের সদস্যদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবেন। অধিকন্তু কলেজ প্রশাসন ও সদস্যদের মধ্যে তিনি সেতু বন্ধন স্বরুপ ভূমিকা পালন করবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণে দাবি দাওয়ার প্রশ্নে সম্মানজনক সমাধান ও সার্বিক কল্যাণের নিমিত্তে সভাপতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং অগ্রগতি সম্পর্কে পরিষদকে অবহিত করবেন।

ট) সরকার এবং কলেজ কর্তপক্ষের যে সকল বিজ্ঞপ্তি, প্রজ্ঞাপন, আদেশ ইত্যাদি শিক্ষক সংশ্লিষ্ট তা শিক্ষকবৃন্দকে অবহিতকরণসহ অন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সাধারণ সম্পাদক সম্পাদন করবেন।

যুগ্ম সম্পাদক: ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৯. ক) সম্পাদকের অবর্তমানে যুগ্ম-সম্পাদক সাধারন সম্পাদকের পূর্ণ ক্ষমতা ভোগেও দায় দায়িত্ব পালন করবেন।

খ) সম্পাদক-কে প্রয়োজনীয় সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

গ) বার্ষিক প্রীতিভোজ, বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনে সম্পাদক-কে সহযোগিতা করবেন।

ঘ) অভ্যন্তরীণ ও বহিঃক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।

ঙ) সম্পাদক কর্তৃক প্রদত্ত কার্যাবলি পালন করবেন।

অর্থ সম্পাদক: ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১০.ক) শিক্ষক পরিষদের সদস্যবৃন্দের নিকট থেকে মাসিক চাঁদা ও অন্যান্য ধার্যকৃত চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা করবেন।

খ) সদস্যবৃন্দের নিকট থেকে আদায়কৃত মাসিক চাঁদা এবং অন্যান্য আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ ও রেজিষ্টারভূক্ত করবেন।

গ) ব্যয়িত অর্থের ভাউচার সংরক্ষণ করবেন।

ঘ) শিক্ষক পরিষদের মেয়াদের যাবতীয় আয়-ব্যয় অধ্যক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত অডিট কমিটির মাধ্যমে নিরীক্ষণ করাবেন।

ঙ) বাৎসরিক বাজেট প্রস্তুত করবেন।

"পঞ্চম ভাগ"

কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন, পরিষদের তহবিল, পরিষদের সভা ও কোরাম

কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন:

১১. সাধারণভাবে খ্রীষ্টীয় বছরের ০১ ডিসেম্বর থেকে ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১১.১ যে কোন অনিবার্য কারণবশত: সভাপতি এই তারিখ ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত প্রলম্বিত করতে পারবেন। তবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ কোনক্রমেই বছরের শেষ দিন অতিক্রম করবে না।

১১.২ জাতীয় এবং স্থানীয় যে কোন উদ্ভুত জটিল পরিস্থিতি, দূর্যোগ, মহামারী বা অন্য কোন কারণে যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করা না গেলে-

ক) বিদ্যমান কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ বছরের শেষ কার্যদিবসেই শেষ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

খ) ০১ জানুয়ারী কিংবা বছরের প্রথম কর্মদিবস থেকে অধ্যক্ষ/সভাপতি মহোদয় অন্তর্বর্তীকালের জন্য নিজ ক্ষমতায় একটি কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন করবেন, অথবা

গ) অধ্যক্ষ/সভাপতি নিজেই পরিষদের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

১১.৩ সভাপতি মহোদয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে বলে অনুধাবন করলে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বছরের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

নির্বাচন কমিশন:

১২. পরিষদের নির্বাচন পরিচালনার জন্য অধ্যক্ষ মহোদয় খ্রীষ্টীয় বছরের নভেম্বর মাসের ০১ তারিখের পূর্বেই কর্মরত শিক্ষকবৃন্দের মধ্য থেকে একজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করবেন এবং তাঁকে সহযোগিতা করার জন্য এক বা একাধিক (তিনি যেরূপ মনে করেন) সহকারী নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করবেন।

১২.১ গঠিত নির্বাচন কমিশন নিচে উল্লেখিত সময়সীমা অনুসরণ করে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবেন।

১২.১ ক) নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে অন্যূন ১০ (দশ) দিনের সময় দিয়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের স্থান, তারিখ ও সময় ঘোষণা করবেন।

১২.১ খ) নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখে বৈধ ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন।

১২.১ গ) নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে অন্যূন ০৭ (সাত) দিনের সময় দিয়ে মনোনয়ন পত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় ঘোষণা করবেন।

১২.১ ঘ) মনোনয়ন পত্র দাখিলের নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হওয়ার পর প্রার্থী বা প্রার্থীর মনোনীত প্রতিনিধির সামনে (যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) মনোনয়ন পত্র যাচাই ও বাছাই কার্য সম্পাদন

করে বৈধ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন এবং বৈধ প্রার্থী/প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করবেন।

১২.১ ঙ) বৈধ তালিকা থেকে মনোনয়ন প্রত্যাহারের জন্য ০১ (এক) দিন সময় প্রদান করবেন।

১২.২ ক) যে কোন ভোটার সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক পদে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন। মনোনয়ন পত্রে প্রার্থীর নাম একজন ভোটার কর্তৃক লিখিতভাবে প্রস্তাবিত হতে হবে এবং অপর একজন ভোটার কর্তৃক সমর্থিত হতে হবে।

১২.২ খ) মনোনয়ন পত্রে প্রত্যেক প্রার্থীকে স্বাক্ষর দিয়ে লিখিতভাবে সম্মতি প্রদান করতে হবে।

১২.২ গ) একই প্রার্থী একাধিক পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

১২.৩ নির্বাচন কমিশনার ও সহকারী নির্বাচন কমিশনার/কমিশনারগণ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না।

ঃ পরিষদের অর্থ ও তহবিল পরিচালনাঃ

১৩. পরিষদের তহবিল নিম্নভাবে গঠিত হবে:

ক) সদস্যদের মাসিক অনুদান।

খ) কলেজের বিভিন্ন ফান্ড থেকে বিধি মোতাবেক প্রাপ্ত ২% (দুই শতাংশ) অর্থ।

গ) কলেজ প্রশাসন কর্তৃক প্রদেয় অনুদান (যদি থাকে)।

ঘ) পরিষদের সদস্য কিংবা অন্য কারো কাছ থেকে প্রাপ্ত এককালীন বিশেষ অনুদান।

১৩.১ পরিষদের তহবিল পরিচালনার জন্য যে কোন তফসিলি ব্যাংকে হিসাব খুলে তহবিল সংরক্ষণ করতে হবে।

১৩.২ তহবিলের হিসাব পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

১৩.৩ তহবিলের অর্থ পরিষদের অর্থ সম্পাদক কর্তৃক ব্যয়িত হবে।

১৩.৩ ক) দৈনন্দিন এবং সাধারণ প্রয়োজননে সাধারণ সম্পাদক অনধিক ১,০০০ (এক হাজার) টাকা অগ্রীম উত্তোলন করতে পারবেন। বিশেষ প্রয়োজনে সাধারণ সম্পাদক সর্বোচ্চ ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অগ্রীম উত্তোলন করতে পারবেন। তবে এই ব্যয় পরবর্তী শিক্ষক সভায় যথাযথ খরচ বিবরণীসহ উত্থাপন করে পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

ঃ পরিষদের সভা ও কোরামঃ

১৪. সাধারণভাবে পরিষদের সভা আহ্বানের জন্য অন্যূন ০৩ (তিন) কার্যদিবস পূর্বে নোটিশ প্রদান করতে হবে। তবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সভাপতি তাৎক্ষণিকভাবে পরিষদের সভা আহ্বান করতে পারবেন।

১৪.১ পরিষদের সাধারণ সভায় অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম হবে।

১৪.২ সভাপতি কর্তৃক জরুরী পরিস্থিতিতে আহ্বানকৃত সভায় এবং পরিষদের মূলতবী সভায় কোরাম প্রয়োজন হবে না।

১৫. সাধারণভাবে অধ্যক্ষ/সভাপতি পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। অধ্যক্ষের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

১৫.১ অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষের অবর্তমানে বিধি মোতাবেক জৈষ্ঠ্যতম সহযোগী অধ্যাপক কিংবা অধ্যক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

১৬. সভায় সভাপতি আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করবেন এবং প্রয়োজনবোধে রুলিং প্রদান করবেন। তাঁর এই ব্যাখ্যা এবং রুলিংকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে, যদি না অধ্যক্ষ/সভাপতি একে নাকচ করেন।

১৭. পরিষদের অর্ধেকের বেশী সংখ্যক সদস্য যদি অধ্যক্ষ বরাবর সভা আহ্বানের লিখিত আবেদন জানান তবে অনধিক ০২ (দুই) কার্যদিবসের নোটিশে অধ্যক্ষ পরিষদের বিশেষ তলবী সভা আহ্বান করবনে।

ঃ গঠনতন্ত্রের সংশোধনীঃ

১৮. গঠনতন্ত্রের সামগ্রিক সংশোধনীর প্রস্তাব কিংবা গঠনতন্ত্রের স্থগিতকরণ প্রস্তাব সভাপতি কর্তৃক অগ্রাহ্য প্রস্তাব বলে বিবেচিত হবে।

১৮.১ গঠনতন্ত্রের কোন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ, বাক্য, বাক্যাংশ কিংবা শব্দ বিশেষের সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন হলে পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের অধিক সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত অভিপ্রায় লিখিতভাবে সভাপতির নিকট পেশ করতে হবে। উক্ত প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা বিবেচনার জন্য অন্যূন ০৩ (তিন) কর্মদিবসের নোটিশে মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম হবে।

১৮.২ অনীত সংশোধনী প্রস্তাব সভায় উপস্থিত সদস্য সংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হবে।